ভোলা জেলার লালমোহন থানায় মোঃ আনোয়ার হোসেনকে নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

২০ অগাস্ট ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় ভোলা জেলার লালমোহন থানার মানিক সওদাগর ও বিবি সখিনার ছেলে মোঃ আনোয়ার হোসেনকে (২৪) লালমোহন থানার পুলিশ সদস্যরা গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসে। এরপর তাঁকে দুই হাত পেছন দিক থেকে বেঁধে এবং দুই চোখ গামছা দিয়ে বেঁধে হাতে, পায়ে লাঠি দিয়ে পেটানো হয় বলে তাঁর পরিবারের অভিযোগ।

অধিকার ঘটনাটি সরজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নির্যাতিত মোঃ আনোয়ার হোসেন
- আনোয়ারের আত্মীয় স্বজন এবং
- আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

ছবিঃ মোঃ আনোয়ার হোসেন

মোঃ আনোয়ার হোসেন (২৪), নির্যাতিত ব্যক্তি

মোঃ আনোয়ার হোসেন অধিকারকে জানান, প্রায় দুই বছর যাবৎ লালমোহন থানার নয়ানী গ্রামের মোঃ হারুন-অর রশিদ ও তানিয়া সুলতানার মেয়ে হালিমা সাদিয়া অনন্যার সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক চলে আসছিল। ২০ অগাস্ট ২০১২ (ঈদুল ফিতরের দিন) সকাল আনুমানিক ৭.০০

টায় অনন্যা তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, তাঁর সঙ্গে ভোলা সরকারি কলেজে তিনি দেখা করবেন। অনন্যার কথায় রাজি হয়ে তিনি সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় তাঁর বন্ধু সাব্বির ও আকাশ এবং আরেক বন্ধু মোঃ তানজিদ পঞ্চায়েতের ছোট ভাই তামিমকে নিয়ে দুইটি মোটরসাইকেলে করে ভোলা সরকারি কলেজে যান। সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় তিনি অনন্যার সঙ্গে কথা বলেন। সে সময় তাঁর বন্ধুরাও উপস্থিত ছিলেন। কিছুক্ষণ কথা বলার পর তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে কলেজ থেকে চলে আসেন। এরপর দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় তিনি আবারও অনন্যার সঙ্গে ভোলা সরকারি কলেজের প্রধান গেটের সামনে দেখা করেন। সে সময় অনন্যার সঙ্গে অনন্যার বান্ধবী শান্তসহ আরও দুইজন বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। বিকেল আনুমানিক ৩.৩০ টায় সবাই মিলে ভোলা লঞ্চঘাট ব্রিজে বেড়াতে যান। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পর তিনি অনন্যাকে বাসায় পৌঁছে দেয়ার জন্য অনন্যার বাসার দিকে রওনা দেন। ওই সময় তিন রাস্তার মোড়ে অনন্যার মা তানিয়া সুলতানা ও মামা এবিএম সিদ্দিক পারভেজ মোটরসাইকেলে আনোয়ারের সঙ্গে অনন্যাকে দেখতে পান। অনন্যার মা এবং মামা তাঁকে মোটরসাইকেল থামাতে বলেন। কিন্তু তিনি মোটরসাইকেল না থামিয়ে চলে যান। এরপর আনোয়ার অনন্যাকে বাসা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে মোটরসাইকেল থেকে নামিয়ে রিক্সায় চড়ে বাসায় চলে যেতে বলেন। অনন্যা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় চলে যান। তিনি বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় লালমোহন চলে যান। এরপর বিকেল আনুমানিক ৫.৪৫ টায় অনন্যার বড় মামা রওনক তাঁকে মোবাইল ফোনে জানান, অনন্যা বাসায় ফিরেনি। অনন্যা যেহেতু বাসায় ফিরেনি তাই তাঁর বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা দেয়া হবে বলে তাঁকে হুমকি দেয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে অপহরণ মামলা দেয়ার কথা জানতে পেয়ে তিনি বিকেল আনুমানিক ৫.৫০ টায় অনন্যা কোথায় আছে তা জানার জন্য অনন্যার মোবাইল ফোনে (০১৭১৪৫১১২২২) ফোন দেন। কিন্তু সে সময় অনন্যার মোবাইল ফোন রিসিভ করেন অনন্যার মামা এবিএম সিদ্দিক পারভেজ। তিনি তখন বুঝতে পারেন যে, অনন্যা তাঁর মামার বাসায় অবস্থান করছেন এবং তাঁর দেয়া কল অনন্যার পরিবর্তে অনন্যার মামা রিসিভি করেছেন।

রাত আনুমানিক ৭.৫০ টায় আনোয়ারের বড় ভাই মোঃ মাহবুব আলম মোবাইল ফোনে আনোয়ারকে তাঁদের দোকানে যেতে বলেন। ফোন পেয়ে তিনি মেসার্স সওদাগর ভান্ডারের কাছে পৌঁছে দেখেন যে, অনন্যার ছোট চাচা আরশাদুল্লাহ মামুন এবং লালমোহন থানার এসআই মোঃ ইউসুফ আলী মোটরসাইকেলে করে তাঁদের দোকানের দিকে আসছে। মোটরসাইকেলে থেকে নেমে এসআই মোঃ ইউসুফ আলী তাঁকে বলে, "তুই একটা মেয়েকে অপহরণ করেছিস, মেয়েটাকে বের

করে দে, নইলে তোর খবর আছে" । এ বিষয়ে কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়ে এসআই মোঃ ইউসুফ আলী জোর করে মোটরসাইকেলে করে তাঁকে লালমোহন থানায় নিয়ে যায়। পরে এসআই গোলাম মোস্তফা তাঁর দুই হাত পিছনে নিয়ে হাতকড়া পড়ান এবং গামছা দিয়ে চোখ বাঁধে। সেইসঙ্গে তাঁর কোমড়ের বেল্ট এবং জুতা খুলে ফেলা হয়। এসআই মোঃ ইউসুফ আলী এবং এসআই গোলাম মোস্তফা অনন্যাকে অপহরণ করার জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করার হুমকি দিয়ে তাঁর হাতে, হাঁটুতে, পায়ের গিঁড়ায়, পিঠে লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে এবং অনন্যাকে বের করে দেয়ার জন্য বলে। তিনি অনেক অনুরোধ করেন যেন তাঁর ওপর আর নির্যাতন করা না হয়। তাঁর হাতে, হাঁটুতে, পায়ের গিঁড়ায় এবং পিঠে লাঠির আঘাত সহ্য করতে না পেরে তিনি আর্তচিৎকার করেন। আনোয়ার আরও বলেন, তাঁর ওপর পুলিশের নির্যাতনের খবর পেয়ে লালমোহন পৌরসভার মেয়র এমদাদুল ইসলাম তুহিন, ২ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হেলাল উদ্দিন এবং তাঁর বন্ধু তানজিদ পঞ্চায়েত থানায় আসেন। এমদাদুল ইসলাম তুহিন এসআই গোলাম মোস্তফার কাছে জানতে চান, আনোয়ারকে কেন থানায় ধরে নিয়ে আসা হয়েছে। মেয়রের প্রশ্নের জবাবে এসআই গোলাম মোস্তফা কোন উত্তর দেয়নি। এরপর মেয়র তাঁর হাতকড়া খুলে দেয়ার জন্য পুলিশকে অনুরোধ করেন। কিছুক্ষণ পরে অফিসার ইনচার্জ (ওসি) খন্দকার মিজানুর রহমান এসে তাঁর হাতকড়া খুলে দেয়। ২১ অগাস্ট ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.০০ লালমোহন থানা থেকে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়।

মোঃ মাহবুব আলম (৩২), আনোয়ার হোসেনের বড় ভাই

মোঃ মাহবুব আলম অধিকারকে জানান, ২০ অগাস্ট ২০১২ রাত আনুমানিক ৭.৫০ টায় মেসার্স সওদাগর ভান্ডারে এসে তিনি দেখেন অনন্যার বাবা হারুন-অর রশিদ এবং চাচা আরশাদুল্লাহ মামুন সেখানে বসে আছেন। হারুর-অর রশিদ তাঁকে জানান, আনোয়ার অনন্যাকে অপহরণ করেছে। মাহবুব মোবাইল ফোনে কল করে আনোয়ারকে দোকানে আসার জন্য বলেন। আনোয়ার দোকানে আসার পর অনন্যা কোথায় আছে তা তাঁরা জানতে চায়। সে সময় অনন্যা তাঁর মামার বাসায় আছে বলে আনোয়ার জানান। কিছুক্ষণ পরে আরশাদুল্লাহ মামুন এর সঙ্গে লালমোহন থানার এসআই মোঃ ইউসুফ আলী এসে আনোয়ারকে উদ্দেশ্য করে বলে " তুই একটা মেয়েকে অপহরণ করেছিস, তোর নামে মামলা আছে, তোকে থানায় নিয়ে যাব" । রাত আনুমানিক ৮.৩০ টায় এসআই মোঃ ইউসুফ আলী আরশাদুল্লাহ মামুন এর সঙ্গে মোটরসাইকেলে করে আনোয়ারকে থানায় নিয়ে যায়। আনোয়ারকে থানায় নিয়ে যাওয়ার কারণে সে সময় তিনিও থানায় যান। কিন্তু তাঁকে থানার ভেতরে ঢুকতে দেয়া হয়নি। কিছুক্ষণ

পরে এসআই ইউসুফ আলী আনোয়ারের মোটরসাইকেল কোথায় আছে তা জানতে চায়। পরে এসআই ইউসুফ আলী মাহবুব আলমকে নিয়ে মহাজন পট্টি, লালমোহন পৌরসভা অফিস, নয়ানী গ্রাম সহ বিভিন্ন গ্রাম ঘুরিয়ে তাঁকে আবারও থানায় নিয়ে আসে। এরপর এসআই গোলাম মোস্তফা তাঁকে জানায়, তাঁর নামেও মামলা আছে সেজন্য তাঁকে থাকতে হবে বলে তাঁকে থানার অপারেটর রুমে নিয়ে যায়। অপারেটর রুমে ঢুকে তিনি দেখতে পান, আনোয়ার চোখ বাঁধা এবং হাতকড়া পড়া অবস্থায় মেঝেতে বসে আছে। সে সময় তিনি আনোয়ারের কাছ থেকে জানতে পারেন, থানায় আনার পর আনোয়ারের চোখ বেঁধে হাতকড়া পড়িয়ে পিঠে, পায়ে, হাঁটুসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় লাঠি দিয়ে তাকে পেটানো হয়েছে। তাঁকে সারারাত থানায় আটকে রাখার পর ২১ অগাস্ট ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় তাঁকে এবং আনোয়ারকে ছেড়ে দেয়া হয়।

মোঃ তানজিদ পঞ্চায়েত (২৪), প্রত্যক্ষদর্শী

মোঃ তানজিদ পঞ্চায়েত অধিকারকে জানান, ২০ অগাস্ট ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় তিনি আনোয়ারের দোকান মেসার্স সওদাগর ভান্ডারে যান। দোকানে আসা এসআই মোঃ ইউসুফ আলী আনোয়ারকে জিজ্ঞাসা করে যে, অনন্যাকে অপহরণ করে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অনন্যা তাঁর মামার বাসায় আছে বলে জানালে এসআই মোঃ ইউসুফ আলী ও আরশাদুল্লাহ মামুন আনোয়ারকে জোর করে ধরে মোটরসাইকেলে করে থানায় নিয়ে যায়। তিনিও পেছন পেছন থানায় যান, কিন্তু পুলিশ সদস্যরা তাঁকে থানার ভেতর ঢুকতে দেয়নি বলে থানার বাইরে তিনি অপেক্ষা করতে থাকেন। সে সময় তিনি আনোয়ারের আর্তচিৎকার শুনতে পান। পরে তিনি থানায় ঢুকে অপারেটর রুমে দেখতে পান, আনোয়ারের হাত পেছনে নিয়ে হাতকড়া পড়িয়ে চোখ বেঁধে এসআই মোস্তফা লাঠি দিয়ে তাকে পেটাচ্ছে। আনোয়ারকে পেটানোর কারন জানতে চাইলে এসআই গোলাম মোস্তফা তাঁকে জানায় আনোয়ার একটা মেয়েকে অপহরণ করেছে। তখন তানজিদ তাঁর চাচা মিল্টনকে মোবাইল ফোনে ফোন করে আনোয়ারকে থানায় এনে নির্যাতনের কথা জানান। রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় তাঁর চাচা মিল্টন এবং লালমোহন পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের কমিশনার হেলাল উদ্দিন থানায় এলে এসআই গোলাম মোস্তফা আনোয়ারকে পেটানো বন্ধ করে।

এমদাদুল ইসলাম তুহিন, মেয়র, লালমোহন পৌরসভা, ভোলা

এমদাদুল ইসলাম তুহিন অধিকারকে জানান, ২০ অগাস্ট ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.৫০ টায় আনোয়ারের এক আত্মীয়ের মাধ্যমে জানতে পারেন, অনন্যা নামে এক মেয়েকে অপহরণের দায়ে লালমোহন থানা পুলিশ তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে। এ খবর শুনে রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় তিনি

থানায় এসে অপারেটর রুমে হাতকড়া পরা অবস্থায় আনোয়ারকে দেখতে পান। তখন আনোয়ারের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন, থানায় আনার পর তাঁর চোখ বেঁধে এসআই গোলাম মোস্তফা তাঁকে লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে। তখন তিনি ওসি খন্দকার মিজানুর রহমানের কাছে জানতে চান, কোনো অভিযোগ ছাড়াই আনোয়ারকে কেন থানায় ধরে এনে পেটানো হয়েছে। এমন প্রশ্নের উত্তরে ওসি মিজানুর রহমান কিছু জানেনা বলে তাঁকে জানায়। তখন তিনি সার্কেল এএসপি মোঃ মাহফুজুর রহমানের কাছে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আনোয়ারকে পিটানোর বিষয়ে জানতে চান। সার্কেল এএসপি মোঃ মাহফুজুর রহমান তাঁকে জানায় অনন্যা কোথায় আছে তা জানার জন্য আনোয়ারকে থানায় আনা হয়েছে। আনোয়াকে কোন মারধর করা হয়নি বলে তাঁকে জানায়।

হালিমা সাদিয়া অনন্যা (১৭)

হালিমা সাদিয়া অনন্যা মোবাইল ফোনে অধিকারকে জানান, ২০ অগাস্ট ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় ভোলা সরকারি কলেজে আনোয়ারের সঙ্গে দেখা করে আনোয়ারকে দুপুরের পরে খেয়াঘাট ব্রিজপারে আসতে বলেন। দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় তিনি এবং তাঁর বন্ধবী শান্তকে নিয়ে ব্রিজপার খেয়াঘাটে আনোয়ারের সঙ্গে দেখা করেন। বিকেল আনুমানিক ৪.৩০ টায় আনোয়ারের মোটরসাইকেলে তিনি বাসায় ফিরছিলেন। তিন রাস্তার মোড়ে তাঁর মা এবং মামার সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। তখন তিনি আনোয়ারকে মোটরসাইকেল না থামিয়ে চালিয়ে যেতে বলেন। আনোয়ার তাঁকে তাঁর বাসা থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে রিক্সায় উঠিয়ে দেন। বিকাল আনুমানিক ৫.০০ টায় তিনি বাসায় চলে আসেন।

এবিএম সিদ্দিক পারভেজ (২৮), হালিমা সাদিয়া অনন্যার মামা

এবিএম সিদ্দিক পারভেজ অধিকারকে জানান, ২০ অগাস্ট ২০১২ দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টার দিকে হালিমা সাদিয়া অনন্যা তার বান্ধবী শান্তকে নিয়ে বেড়ানোর কথা বলে বাসা থেকে বের হয়ে যায়। যাওয়ার সময় অনন্যা তাঁর মোবাইল ফোনটি (০১৭১৪৫১১২২২) সঙ্গে নিয়ে যায়। দুপুর ৩.০০ টার দিকে অনন্যার কাছে থাকা মোবাইল ফোনে কথা বলেন। মোবাইলটি বন্ধ পেয়ে তিনি শান্তর মোবাইল ফোনে কল দিয়ে অনন্যা কোথায় আছে তা জানতে চান। শান্ত তাঁকে জানায়, অনন্যা ব্রিজপার খেয়াঘাটে আছে। তখন তিনি অনন্যার মা তানিয়া সুলতানাকে নিয়ে অটোরিক্সা করে ব্রিজপার খেয়াঘাটের দিকে যান। বিকেল আনুমানিক ৪.৪৫ টায় তিন রাস্তার মোড়ে আনোয়ারের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। তখন আনোয়ারের মোটরসাইকেলে পিছনে অনন্যা

বসে ছিল। আনোয়ারকে দাঁড়াতে বললে আনোয়ার মোটরসাইকেল নিয়ে লালমোহনের দিকে চলে যায়। তখন তিনি ভোলার এমপি নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন, ভোলার পুলিশ সুপার বশির আহমদ ও লালমোহন থানার ওসি খন্দকার মিজানুর রহমানকে বিষয়টি জানান। এমপি নুরুন্নবী শাওন তাঁকে জানায়, "কোন চিন্তা করো না আনোয়ারকে এরেস্ট করার ব্যবস্থা করছি" । বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় বাসার কাছে রিক্সায় অনন্যাকে দেখতে পান এবং অনন্যাকে বাসায় যেতে বলেন। রাত আনুমানিক ৮.৩০ টায় তিনি ভোলা সদর থানায় গিয়ে অনন্যাকে বিরক্ত করার জন্য আনোয়ারের নামে লিখিত অভিযোগ দিয়ে আসেন।

এসএই মোঃ ইউসুফ আলী, লালমোহন থানা, ভোলা

এসআই মোঃ ইউসুফ আলী অধিকারকে জানান, আনোয়ার হেসেন নামের এক ছেলে ভোলা থেকে অনন্যা নামের এক মেয়েকে অপহরণ করেছে বলে তাঁর কাছে খবর আসে। ২০ অগাস্ট ২০১২ রাত আনুমানিক ৮.০০ টায় আনোয়ারকে মেসার্স সওদাগর ভান্ডার থেকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে আসা হয়। থানায় আনার পর তাঁকে কোনো প্রকার মারধর করা হয়নি বলে তিনি জানান।

এসআই গোলাম মোস্তফা, লালমোহন, ভোলা

এসআই গোলাম মোস্তফা অধিকারকে জানান, ২০ অগাস্ট ২০১২ আনোয়ারকে হোসেনকে থানায় আনার পর তাঁকে পেটানো হয়নি।

মোঃ মনিরুল ইসলাম, (তদন্ত কর্মকর্তা), ভোলা সদর থানা, ভোলা

মোঃ মনিরুল ইসলাম অধিকারকে জানান, ২০ অগাস্ট ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৫.০০ টায় ভোলা পুলিশ সুপার কার্যালয় থেকে ওয়ারলেসের মাধ্যমে জানতে পারেন সাদা মোটরসাইকেলে করে একটি ছেলে একটি মেয়েকে অপহরণ করে লালমোহনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এজন্য বিভিন্ন জায়গায় চেকপোস্ট বসাতে বলা হয়। রাত আনুমানিক ৯.০০ টায় এবিএম সিদ্দিক পারভেজ থানায় আসেন। এসে মৌখিক অভিযোগ দেন যে, তাঁর ভাগ্নি হালিমা সাদিয়া অনন্যাকে মোঃ আনোয়ার হোসেন নামে এক ছেলে অপহরণ করে নিয়ে গেছে। ২১ অগাস্ট ২০১২ রাত আনুমানিক ১২.০০ টায় এবিএম সিদ্দিক পারভেজ মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানান, অনন্যা বাসায় ফিরে এসেছে। রাত আনুমানিক ১.০০ টায় তিনি পারভেজের বাসায় যান এবং অনন্যার সঙ্গে কথা বলেন। ২২ অগাস্ট ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় দিকে তিনি লালমোহন

থানার ওসি খন্দকার মিজানুর রহমানকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অনন্যাকে পাওয়ার বিষয়টি জানান।

খন্দকার মিজানুর রহমান, অফিসার ইনচার্জ (ওসি) লালমোহন থানা

খন্দকার মিজানুর রহমান অধিকারকে জানান, ২০ অগাস্ট ২০১২ বিকেলে ওয়ারলেসের মাধ্যমে খবর আসে যে, ভোলা থেকে একটি ছেলে একটি মেয়েকে অপহরণ করে সাদা মোটরসাইকেলে করে লালমোহনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ খবর পাওয়ার পর তিনি লালমোহন ভোলা সড়কে টহলরত পুলিশকে বিষয়টি অবহিত করেন এবং বিভিন্ন পুলিশ ফাঁড়িতে জানিয়ে দেন। তিনি ঐদিন বিকেলে একটা বিশেষ কাজে থানার বাইরে চলে যান এবং থানায় আসেন রাত আনুমানিক ৯.০০ টায়। থানায় এসে তিনি আনোয়ার হোসেনকে অপারেটর রুমে বসা অবস্থায় দেখতে পান। ২১ অগাস্ট ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টায় ভোলা সদর থানার (ইন্সপেক্টর তদন্ত) মোঃ মনিরুল ইসলাম কাছ থেকে মোবাইলের মাধ্যমে জানতে পারেন যে, অনন্যাকে পাওয়া গেছে। সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় আনোয়ার ও তাঁর বড় ভাই মোঃ মাহবুব আলমকে ছেড়ে দেয়া হয়। আনোয়ারকে থানা হাজতে আনার পর পেটানোর বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না বলে অধিকারকে জানান।

বশির আহমদ, পুলিশ সুপার, ভোলা

বশির আহমদ অধিকারকে জানান, ২০ অগাস্ট ২০১২ হালিমা সাদিয়া অনন্যাকে অপহরণ করার দায়ে লালমোহন থানা পুলিশ আনোয়ার হোসেনকে ধরে থানায় নিয়ে আসে। থানায় আনার পর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ২০ অগাস্ট ২০১২ রাতে অনন্যাকে পাওয়ার পর এবং অনন্যার বাবা, মা কোন মামলা না করার কারণে ২১ অগাস্ট ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় আনোয়াকে ছেড়ে দেয়া হয়।

অধিকারের বক্তব্য

নির্যাতন, বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী গুলোর প্রতি দীর্ঘদিনের দায়মুক্তির সংস্কৃতির ফলে বাংলাদেশের একের পর এক নির্যাতনের ঘটনা বেড়েই চলেছে। ফলে আইনের শাসন প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে। অধিকার বিনা অপরাধে থানায় নিয়ে আনোয়ার হোসেনের ওপর চালানো শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে বিচার দাবী করছে।

-সমাপ্ত-